ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন

স্টাফ রিপোর্টার : উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পৃঃ ১১ঃ কঃ ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় [illegible]

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওতাধীন ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে যে ছাত্র/ছাত্রী ফাজিল/কামিল শ্রেণীতে দুই বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তাদের (২০০৯ সালে অনুষ্ঠেয়) পরীক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গ্রহণ করবে। অপরদিকে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে যেসকল ছাত্র/ছাত্রী ৩ বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তাদের পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে। ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত যে সকল ছাত্র/ছাত্রী অকৃতকার্য হবে, তাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কার্যকর থাকা পর্যন্ত তাদের পরীক্ষাগুলো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। গতকাল (বুধবার) প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ অংশ নেন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব সৈয়দ ফাহিম মোনায়েমসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বৈঠকে জাতীয় পরিচয়পত্র অধ্যাদেশ-২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিচয় দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ২০টি কাজের জন্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গতকালের বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, (সংশোধন) ১৯৮০ অনুমোদন এবং তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী, জনতা ও অগ্রণীকে পাবলিক লিঃ কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ভেন্ডিং এগ্রিমেন্ট সম্পাদন এবং ব্যাংক ৩টি বিলুপ্তি সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন অনুমোদন করা হয়।

গতকাল দুপুরে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মোট ৭ জন উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে ভোটার পরিচয়পত্র জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহারের ব্যাপারে আলোচনা হয়। ভোটার পরিচয়পত্রকে পরবর্তীতে জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রথমবার সরকারিভাবে পরিচয়পত্র বিতরণ করা হবে। তবে পরবর্তীতে যে কোন নাগরিক পরিচয়পত্র নিতে চাইলে তাকে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জাতীয় পরিচয়পত্র অধ্যাদেশ অনুমোদনের ফলে এই পরিচয়পত্র ২০টি কাজে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেসব কাজে ব্যবহার করা হবে সেগুলো হলো, পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও নবায়ন, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন, ট্যাক্সপেয়ার চিহ্নিতকরণ নম্বর প্রাপ্তি, চাকরির জন্য আবেদন, বিজনেস চিহ্নিতকরণ নম্বর প্রাপ্তি, ব্যাংক হিসাব খোলা, বিভিন্ন ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তি, সরকারী বিভিন্ন ভাতা উত্তোলন, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি, যানবাহন রেজিঃ, বিভিন্ন বীমা স্কীমে অংশগ্রহণ, বিবাহ রেজিঃ, বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটার সনাক্তকরণ, গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ, টেলিফোন ও মোবাইল সংযোগ গ্রহণ, সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি, সাহায্য, সহায়তা প্রাপ্তি, পেনশন আবেদন ও বিও একাউন্ট খোলার জন্য এবং বিভিন্ন সরকারী সেবা ও সুবিধাদি ভোগ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ সংশোধনপূর্বক দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশনের সাথে সম্পর্কিত শব্দটি যোগ হবে, কমিশনকে একটি স্বাধীন, স্বশাসিত ও নিরপেক্ষরূপে সংশোধন করা হয়।